# হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-এঁর নির্বাচিত ৪টি বইয়ের পর্যালোচনা

## ভূমিকা

হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা রহমাতুল্লাহে আলাইহি একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস, একটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ, আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত এক নূরের ঝলক, বাস্তবতার নিরিখে ইসলামের গূঢ় রহস্য উদঘাটন ও উপস্থাপনে এক অনন্য সাধারন ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর তাওহীদ সাগরের ডুবুরী, রাসূল প্রেমের মহা সমুদ্রে মুহব্বতের মুক্তা আহরণকারী, ওয়ারেছিয়া তরীকার ইমাম হযরত হাফেজ ওয়ারেছ আলী শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সরাসরি ফয়েজপ্রাপ্ত, নিজ মুর্শিদ হযরত আবদুল গফুর রহমাতুল্লাহে আলাইহির সাধনার ধন। মানবপ্রেম, সৃষ্টিপ্রেমের রাজপথ দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের নূরানী হেরেমের যাত্রী হয়ে যে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আজ সমগ্র বিশ্বে মানব সেবা ও দীনি খেদমতে এক বিস্ময়কর কীর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ মহান ব্যক্তিত্ব মানবতার সেবক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি যে, ফানা ফিশ শায়খ, ফানা ফিল্লাহ, বাকা বিল্লাহ, বাকাউল বাকা, আবদিয়াতের মাকাম পার হয়ে মুকাররাবীন ওলী ছিলেন তা তার আমল-আখলাক ও লেখনিতে প্রমাণ পাওয়া যায়। মা'রেফাতের অতি উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হয়ে তার কলম চলেছে তা বুঝা যায় তার ছূফী গ্রন্থে। তাই দিন যত যাবে ততই তিনি মানবতার সামনে হাজির হবেন মহান খাদেম হিসেবে। প্রেমের আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে খাঁটি আশেকে পরিণত করবেন লাখ ভক্ত-আশেককে। সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফ যেন আশেকগণের মিলনমেলা। এ মহান প্রেমিকের সীমাহীন প্রেম বাগানের বর্ণনা দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, আর আমার পক্ষে তো মোটেই নয়। তারপরও 'লোটায় সমুদ্রের অবস্থানের মত' মহা জীবনের অতি সামান্য দিক উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে জন্মগ্রহন করেন হযরত খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ রহমাতুল্লাহে আলাইহি। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষা জীবন, ১৮৯৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চাকুরী জীবন, ১৯২৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অবসর জীবন কাটিয়ে ৯২ বছর বয়সে ১৯৬৫ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নলতা শরীফে ইন্তেকাল করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ৬০ বছরের লেখক জীবনে তিনি ৭৮ টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে জীবনী বিষয়ক ১৭ টি, কোরআন ও হাদিস বিষয়ক ২১ টি, শিশু সাহিত্য বিষয়ক ৫ টি, ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক ৫ টি, ইসলামী বিধান বিষয়ক ৫ টি, ইতিহাস বিষয়ক ৯ টি, বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা বিষয়ক ৩ টি, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ২ টি, শিক্ষা বিষয়ক ৩ টি, ভ্রমন কাহিনী বিষয়ক ৮ টি। এছাড়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে- ছুফী, ইসলামী তত্ত্ব সম্বলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমিকের পত্রাবলি, ভক্তের পত্র সহ বিবিধ বিষয়ে ৮টি গ্রন্থ রচনা করেন। এ মহান মনীষীর প্রতিটি গ্রন্থ ও পত্র গবেষক, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, বাস্তবতার নিরিখে কুরআন-সুন্নাহর প্রচারকগণের জন্য অনন্য সাধারণ উৎস। আল কুরআন ও প্রিয় নবীজীর জীবনের বাণীর সার নির্যাস পাওয়া যায় এ সকল গ্রন্থে। শিক্ষা ও দীক্ষার ক্ষেত্রে 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা' নামক মাত্র ২৭ পৃষ্ঠার এ অমূল্য গ্রন্থ শিক্ষিতমাত্র সকলের জ্ঞানের খোরাক। আলেম সমাজের জন্য আলোকবর্তিকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এন সি টিবির জন্য গাইড বুক। মানব জীবনে শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা কেমন হবে তার রূপরেখা পেশ করেছেন এই গ্রন্থে।

এ ভাবে তার ৭৮ টি গ্রন্থের বিষয়বস্তু কিছুটা তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে ৫০০ সেমিনার। এ মহান মনীষীর বিশাল জীবন ও সাহিত্যকর্ম নতুন প্রজন্মের কাছে অনেকটাই অজানা। আজকের এ অনুষ্ঠান তার সম্পর্কে অজানাকে জানার সূত্রপাত হোক এ কামনা করছি। তার সাহিত্যকর্মের স্তর, মান ও পর্যায় সম্পর্কে যৎসামান্য ধারনা দেয়ার জন্য কয়েকটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

## আমার শিক্ষা ও দীক্ষা:

মাত্র ২৭ পৃষ্ঠার এ মূল্যবান গ্রন্থে অতীব মূল্যবান ৩২ টি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। যার কয়েকটি উল্লেখ করছি:

**(১) শরীয়ত ও তরীকত শিক্ষার স্বরূপ উদঘাটন করে হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা রহমাতুল্লাহে আলাইহি লিখেন-**

"শরীয়ত শিক্ষা দেয় কিরূপে দেহের শুদ্ধি সংঘটিত হয়, কিরূপে কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জ আদায় করিতে হয়। শরীয়ত শিক্ষা দেয় নেকী ও বদী, হারাম ও হালাল, ফরজ, ছুন্নত ও নফল। শরীয়ত শিক্ষা দেয় অসৎকার্য্য হইতে দূরে থাকো, দোজখকে ভয় করো, বেহেশতের আশা পোষণ করো। আর তরীকত শিক্ষা দেয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা। আত্মা পরমাত্মা হইতে আগত এবং স্বভাবতঃ সেদিকেই আকৃষ্ট। শরীয়তের পরিধি হইতে তরীকতের পরিধি অধিকতর ব্যাপক। আত্মা চায় পরমাত্মার সংযোগ, তরীকত তাহারই সহায়তা করে।" [পৃ.-১]

**(২) তরীকতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেন:**

"সংসার-বর্জ্জন আঁ-হজরত (দ:) এর শিক্ষা নয়। সংসারে থাকিয়া অনিত্য মায়াকে হ্রস্বীকৃত করিয়া খোদায়ী আকর্ষণকে প্রবলতর করাই তরীকতের উদ্দেশ্য। যিনি সংসারের অনিত্য-মায়ার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছেন, তিনি ঐশী অনুভূতি কিরূপে লাভ করিবেন? সংসারী হইলেই দোজখী হইতে হইবে, এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। যিনি সৎপথে থাকিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি বেহেশতী নিশ্চয়ই। তবে, যাঁহার সাংসারিক আকর্ষণ প্রবলতর, তিনি ঐশী অনুভূতি হইতে দূরে প্রক্ষিপ্ত।সংসার করো, সন্তানাদি পালন করো, সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করো, রিপুগুলিকে বশীভূত করো, আর তৎসহ ঐশী আকর্ষণকে বর্দ্ধিত করো। যতই খোদায়ী আকর্ষণ বাড়িতে থাকিবে, ততই দুনিয়াবী আকর্ষণ কমিতে থাকিবে। দুনিয়বী আকর্ষণ হইতে খোদায়ী আকর্ষণ যখন প্রবলতর হইবে, তখন খোদায়ী নিদর্শন অনুভূত হইতে থাকিবে। যিনি স্বয়ং সাংসারিক মোহে মূহ্যমান, তিনি অপরকে অপার্থিব অনুভূতির কি পরিচয় শিক্ষা দিবেন? আমরা যতক্ষণ নিজকে দোরস্ত করিতে না পারিব, ততক্ষণ অপরকে কিরূপে দোরস্ত করিব? এইরূপ চেষ্টা করাও বৃথা।" [পৃ.-২ ও ৩]

**(৩) ইলমের প্রকারভেদ বর্ণনা করে লিখেন:**

**এল্‌ম দ্বিবিধ : মাদ্দী [Material] ও রুহানী [Spritual]**

"এখন কথা হইতেছে এশ্‌ক হয় কিসে, খোদার কোরবত লাভ হয় কিসে, আঁ-হজরত (দ:)-এর দীদার লাভ হয় কিসে, অলি-আল্লাহর মদদ লাভ হয় কিসে, দুনইয়াবী আকর্ষণের লাঘব হয় কিসে?

কেবল এল্‌ম শিক্ষার দ্বারা ইহা লাভ হয় না। মাদ্দী (material) এল্‌ম আলেম হইতে শিখা যায়, কিন্তু রুহানী এল্‌ম কেবল অনুষ্ঠান দ্বারা লাভ হয় না। নিজকে তৈয়ারী করিতে হয়। আয়না স্বচ্ছ না হইলে যেমন সূর্য্য-রশ্মি গ্রহণ করিতে পারে না, তদ্বৎ মানুষের কল্‌ব নির্ম্মল না হইলে ঐশী জ্যোতিঃ গ্রহণ করা যায় না।

রিপুগুলির অপব্যবহারে কলবে কালিমার সৃষ্টি হয়। খোদা রিপুগুলিকে দিয়াছেন উহাদিগকে সু-নিয়ন্ত্রিত করিতে, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সুপরিচালনা করিতে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, কিন্তু উহাদের অতিরিক্ত ব্যভহারে ক্ষতি হয়। চক্ষুর দৃষ্টিকে সংযত করিলেই উপকার, অসংযত করিলে পাপ। কাম, ক্রোধ, লোভের পক্ষেও সেই কথা। সন্তান বৃদ্ধির জন্য কামের আবশ্যকতা, আত্মরক্ষার জন্য ক্রোধের আবশ্যকতা, জীর্ণ শরীরকে বস্তুবিশেষ দ্বারা পুষ্ট করার জন্য লোভের আবশ্যকতা, কিন্তু ইহাদের অমিতাচার করিলেই পাপ হয়।" [পৃ.-৪]

**(৪) প্রেমিকের চারটি পাঠ বর্ণনা করে লিখেন-**

**প্রেমিকের প্রথম পাঠ:**

"প্রেমিকের প্রথম পাঠ স্বীয় হাস্তি (অস্তিত্ব বা আমিত্ব) বর্জ্জন। মানুষ আমিত্বকে যতই ত্যাগ করিতে পারে, ততই তাহার প্রেমের প্রসার বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রেম সর্ব্বপ্রথম পরিবারে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ক্রমে সমাজ মধ্যে, জাতি মধ্যে, স্বদেশ মধ্যে ও অবশেষে সারা বিশ্বে প্রেমের প্রসার ঘটে। প্রেমিক অস্পৃশ্যতা জানে না; ছোট,

বড়, চামার, মেহতর সকলই তাঁহার আদরণীয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ সবাই তাঁহার প্রিয়।" [পৃ.-৭,৮]

**প্রেমিকের দ্বিতীয় পাঠঃ**

"প্রেমিকের দ্বিতীয় পাঠ––বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। জাতি নির্ব্বশেষে খোদার সকল সৃষ্টিজীবকে ভ্রাতৃবৎ গণ্য করা মহাকর্ত্তব্য। সৃষ্টের আনন্দে স্রষ্টার আনন্দ। যিনি যতই সৃষ্টকে ভালবাসেন, তিনি ততই স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হন। সমগ্র মানব-জাতি খোদার সন্তান-সন্ততি স্বরূপ, উহাদের শান্তি-রক্ষণে খোদার সন্তুষ্টি।

সমগ্র পৃথিবীকে এক পরিবার তুল্য গণ্য করাই আঁ হজরত (দঃ)-এর নির্দ্দেশ। আঁ-হজরত পরম শত্রুর জন্য খোদার নিকট দোয়া-প্রার্তী ছিলেন। দয়া ও ক্ষমা গুণ দ্বারা সকল জাতিকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট মনিব ও চাকরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। [পৃ.-৮]

**(৫) আলেম সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে লিখেন-**

প্রত্যেক আলেমের দায়িত্ব যে, তিনি অপরকে হেদায়েত করবেন খোদার ওয়াস্তে, নিজের ওয়াস্তে নয়। খোদার অনুগ্রহে আমরা দীনী এলম শিক্ষা পাইয়াছি, সেই খোদার নিকট আমরা দায়ী হইব মহাবিচার দিবসে, যদি সেই এল্‌মের সদ্ব্যবহার না করি। [পৃ.-৯]

**(৬) পীর-মুরীদীর আসল রূপ বর্ণনা করে লিখেনঃ**

খোদার সহিত হজরত রছুলুল্লার যেরূপ নিকট-সম্বন্ধ, রছুলুল্লার সহিত মুর্শিদেরও সেইরূপ নিকট-সম্বন্ধ। মহব্বত যতই গাঢ় হইতে থাকে, অলি-আল্লাহর সম্পর্ক ততই নিকটতর হইতে থাকে, এমনিক খোদায়ী তাজাল্লী দৃষ্টিগোচর হয়। পীর-মুরীদী অপার্থিব সম্বন্ধ। অতি পরিতাপের বিষয় যে, এই যুগে পীর স্বীয় ব্যবসা লইয়া ব্যস্ত, আর মুরীদ দক্ষিণা পেশ করিয়াই ক্ষান্ত! [পৃ.-১১]

**(৭) প্রেমিকের তৃতীয় পাঠ বর্ণনা করে লিখেনঃ**

"প্রেমিকের তৃতীয় পাঠ-কলেমা তৈয়ব-'লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্' এই মহা-বাণীকে কার্য্যতঃ আমল সাধন। আমরা মুখে বলি, খোদা ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নাই, কিন্তু কার্য্যে আমরা তাহার বিপরীত করি।" [পৃ.-১২]

**(৮) আত্মিক প্রশান্তি কিভাবে আসে তার রূপরেখা বর্ণনা করে লিখেনঃ**

"যতক্ষণ নামাজ পড়ি, তেলায়াত করি, অজিফা পড়ি, তখনও চিন্তা করি সাংসারিক বিষয়। আমরা নাম করি খোদার, আর চিন্তা করি সংসারের। আমরা পূর্ণ মোনাফেক। খোদাকেও প্রবঞ্চনা করিতে আমরা ইতস্ততঃ করি না। কি আক্ষেপের কথা!"

"যতক্ষণ নামাজে দেল না বসে, ততক্ষণ নামাজ দোহ্‌রাইতে হয়; যতক্ষণ কু-চিন্তা দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ কাঁদিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে খোদার দিকে দেল রুজু হইতে থাকে। খোদার আকর্ষণ যতই বাড়িবে, অন্য আকর্ষণ ততই কমিবে। চোখে magnifying glass পরিলে দূরে একটি আলোক-ছায়া দৃষ্ট হয়। যতই ঐ আলোক-ছায়া নিকটবর্ত্তী হয় ততই উহা তেজস্কর বোধ হয়। যখন সমস্ত আলোক-রেখাগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তাপের আধিক্য জন্মে এবং উহাতেই দেশলাই ধরিলেই জ্বলিয়া উঠে। ঐরূপ মনকে সকল চিন্তা হইতে দূর করিয়া যখন খোদার দিকে কেন্দ্রীভূত করা যায় , তখন কলবের ভিতর অগ্ন্যুৎগম হয়, ঘর্ম্ম নির্গত হয় এবং শরীর কুঞ্চিত হয়, অপরিসীম আনন্দে দেহ ও মনে কম্পন জাগে। সে কি শান্তি! কি আনন্দ! তার তুলনা নাই।" [পৃ.-১২, ১৩]

**(৯) প্রেমিকের চতুর্থ পাঠ উল্লেখ করে লিখেনঃ**

"প্রেমিকের চতুর্থ পাঠ তছলিম ও রেজা এখতেয়ার করণ। সকল অবস্থায় খোদার উপর নির্ভর করাই প্রেমিকের কাজ। রোগে-শোকে, অভাব-অনটনে, দুঃখে-সুখে প্রেমিক খোদার উপর সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিয়া থাকেন। এনছানের অবস্থা খোদা সদাই অবগত, সুতরাং প্রেমিক কখনো বিচলিত হন না।"

"প্রেমিক কাহারও নিকট হাত বাড়ায় না, খোদাই তাহার জন্য পর্য্যাপ্ত। অভাব মনে করাই প্রেমিকের শানের বাহির। খোদা সর্ব্বধনের ভান্ডার, সুতরাং প্রেমিক কেন নিজেকে অভাবাপন্ন মনে করিবে? খোদাই তাহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার আবার অভাব কোথায়? অভাবের চিন্তাই আসিতে পারে না ঐ ব্যক্তির নিকট যে খোদাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। প্রেমিক অভাবকেই সম্পদ বলিয়া মনে করে। অভাবকে যে অভাব মনে করে, সে প্রেমিক নয়। প্রেমময় কি কখনও প্রেমিকের কষ্ট দেখিতে পারেন? তবে, তিনি প্রেমময় হইবেন কিরূপে? প্রেমময় ও প্রেমিকের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, প্রেমিকের সর্ব্ব অবস্থা প্রেমময় অবগত। আবার প্রেমিক সর্ব্বাবস্থায় প্রেমময়ে উৎসর্গিত, প্রেমময় ব্যতীত তাহার স্বতন্ত্র সত্ত্বাই নাই।" [পৃ.-১৪]

**(১০) আলেম ও আশেকের পার্থক্য অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরে লিখেন:**

"আলেম মিলে ভুরি ভুরি, কিন্তু আশেক মিলে কম। আলেম জ্ঞান রাখেন, ভালমন্দ বুঝেন; খোদা দয়াময়, প্রেমময়, সদা হাজের-নাজের, সবই জানেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আলেম ও আশেকের মধ্যে আছমান ও জমিন প্রভেদ। আশেক সকল কার্য্যের মধ্যে খোদারই কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করেন, নিজেকে হীনতর মনে করেন, সকল কৃতিত্ব খোদাতেই আরোপ করেন, সকল অভাব অনটনের মধ্যে প্রসন্ন থাকেন, সকল বিপদের মধ্যে অবিচলিত থাকেন।

অপরদিকে আলেম নিজেকেই কর্ত্তা মনে করেন, সকল জ্ঞানের অধিকারী মনে করেন, ধনার্জ্জনের লিপ্সা রাখেন, সম্পদে প্রসন্ন হন, বিপদে বিচলিত হন।

আশেক অপরের জন্য নিজেকে লুটাইয়া দেন, খোদার পেয়ারাকে মাথায় উঠাইয়া লন, খোদার রাহে নিজেকে কোরবান করেন।

অন্যপক্ষে আলেম অপরের উপকার-সাধনে ব্রতী হন, কিন্তু স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখেন এবং অপর আলেমকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন।

আশেক স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া সারা বিশ্বের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন, আর সহ-পন্থীকে ভক্তি করেন, ভালবাসেন ও খোদার পেয়ারা মনে করিয়া মস্তকোপরি স্থান দেন।

আলেম রছুলুল্লাহকে মহামানব মনে করেন, আর আশেক আঁ-হজরতকে দীন-দুনিয়ার কান্ডারী মনে করেন, খোদারই অতি করীব মনে করেন ও সকল মা'রেফতের কুঞ্জী, সকল রোগের প্রতিষেধক, সকল উন্নতির মূল-কারণ, ইহকাল ও পরকালের উদ্ধার কর্ত্তা, জগতের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি, খোদারই প্রতিভাস মনে করেন।" [পৃ.-১৫]

## বাংলা মৌলুদ শরীফ

**হযরত খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত "বাংলা মৌলুদ শরীফ" রাসূল প্রেমের এক জ্বলন্ত শিখা। এ গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি:-**

**(১) মিলাদ শরীফের উদ্দেশ্য:**

আমরা জানি মিলাদ মাহফিল দরূদ ও কেয়াম প্রিয় নবীজীর প্রতি ইশক মুহাব্বাত সৃষ্টির মাধ্যম। এটি শরীয়তের অংশ নয়। এটি ঈমান তাজা করার মাধ্যম। তরীকতের জগতে উন্নতির বাহন। মিলাদ শরীফ সম্পর্কে তার লেখা বাংলা মৌলুদ শরীফ গ্রন্থ অতীব মূল্যবান। মিলাদ শরীফের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এ গ্রন্থে তিনি লিখেন :-

"মৌলুদ শরীফের উদ্দেশ্য অতি মহৎ । আঁ-হজরতের জন্মোৎসব মৌলুদ শরীফ নামে অ্যাখ্যাত । আঁ-হজরতের জীবনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রোতা শ্রোতার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষন করাই মৌলুদ শরীফের উদ্দেশ্য। তাঁহার আখলাক, তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ক্ষমাগুণ, তাঁহার সহ্যগুণ, তাঁহার একান্ত নির্ভরতা, তাঁহার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব তাঁহারই জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রোতার মন জাগরুক করিতে হইবে এবং তাঁহারই জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রোতার মন জাগরুক করিতে হইবে এবং তাঁহারই অনুকরনে জীবনধারা গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, তবেই মৌলুদ শরীফের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। (পৃষ্ঠা নং- ৩)

**(২) মিলাদ কেয়ামের তাৎপর্য্য বর্ণনা করে লিখেন:**

"যখন স্বর্গীয় নেয়ামত অবতীর্ণ হয়, তখন প্রেমিক নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত ভাবে উপবিষ্ট থাকিতে পারেন না, ভক্তি গদ গদ হৃদয়ে সসম্ভ্রমে দন্ডায়মান হইয়া হজরত রছুলুল্লাহর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও প্রেমময়ের দরবারে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বশক্তিকে উপঢৌকন স্বরুপ পেশ করেন। প্রেমিক ও প্রেমময়ের সাযুজ্য, আশেক ও মাশুকের মিলন কত উপভোগ্য তাহা অপরে কি বুঝিবে? মৌলুদ শরীফ আসমান হইতে ফেরেশতা অবতীর্ন করিতে পারে, মহ্ফিলকে আপ্যায়িত করিতে পারে প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে। আফসোস শত আফসোস তাঁহাদের প্রতি যাঁহারা মৌলুদ শরীফের সম্মান হৃদয়ে পোষণ না করেন, যাঁহারা কেয়াম করিতে পশ্চাদপদ, যাঁহারা প্রেম ও ভক্তির আবেষ্টনের বহির্ভূত।

আল্লামা সিউতি লিখিয়াছেন, "আঁ-হজরত সশরীরে স-আত্মায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে, পৃথিবীতে বা আত্মালোকে ভ্রমণ করেন: যাঁহার চক্ষু হইতে পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছে তিনিই তাহাকে দেখিতে পান।" (পৃষ্ঠা নং - ৪)

**(৩) প্রিয় নবীর সাথে কারো তুলনা করা কুফুরী এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:**

"তিনি ছিলেন খোদার আশেক, আবার খোদাও ছিলেন তাহার আশেক, তাহার সহিত মানুষের কোন তুলনাই হইতে পারে না, তাঁহার স্মৃতির সহিত খোদার স্মৃতির বিজড়িত। খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইলে তাঁহার মাহবুবের সন্তোষ সাধন অপরিহার্য। সুতরাং আঁ হজরতের স্মরন, তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত পোষণ করা, তাঁহার ভক্ত ও আশেক হওয়া প্রত্যেক ছালেকের কর্ত্তব্য।" (পৃষ্ঠা নং - ৫)

**(৪) দরুদ শরীফ পড়ার তাৎপর্য বর্ণনা করে লিখেন:**

'খোদাতা'য়ালা, আমাদিগকে প্রকৃত নেয়ামত দিয়াছেন ও আঁ-হজরত (দঃ) কে আমাদের নেতা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শাফায়াত পাইতে হইলে সর্ব্বদা দরূদ শরীফ পড়া কর্ত্তব্য। দরূদ শরীফ এবাদতের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক দোয়া, প্রত্যেক অজিফা ও প্রত্যেক মোনাজাতের পূর্বে দরূদ পড়া উচিত। দরূদ শরীফ যোগ না করিলে এবাদত অসম্পূর্ণ থাকে। আমরা খোদার নিকট যে প্রার্থনা করি, তাহা তাঁহার দরগাহে পৌছিতে নাও পারে বা কবুল নাও হইতে পারে, কিন্তু দরূদ শরীফ যোগে কোন দোয়া (প্রার্থনা) করিলে তাহা নিশ্চয় বিবেচিত হয়, তাঁহার প্রিয় বন্ধুর উছিলায়। (পৃষ্ঠা - ৬)

**(৫)আল কুরআনের অনুবাদে হযরত খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর পান্ডিত্য সত্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি সুরা আল ফতেহার ভাবানুবাদ করেছেন চমৎকার ভাষায়**

তোমার মহিমা গাই

বিশ্ব-পালক হে, বার বার।

করুণা কৃপার তব নাহি সীমা, নাহি পার।

রোজ হাসরের বিচার দিনে

তুমি মালেক, আয় খোদা।

আরধনা করি, প্রভু আমরা কেবলই তোমার ।

সহায় যাঁচি তোমারি নাথ,

দেখাও মোদেরে সরল পথ ।

তাদের পথে চালাও খোদা, বিলাও যাদের পুরস্কার

অবিশ্বাসী ধর্ম্ম হারা

যাহারা সে ভ্রান্ত-পথ।

চালায়োনা তাদের পথে এই চাহি, পরওয়ার দেগার। (পৃষ্ঠা - ১০)

(৬) মিলাদ শরীফের কিয়াম অনেকেই লিখেছেন। এর মধ্যে খান বাহাদুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর লেখা কিয়ামগুলো তার রাসূল প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। যেমনঃ

তোমারই সৃজন মানসে,
সৃজিলেন আদিম মানুষে,
মালায়েক করিল ছিজদাহ
খোদারই প্রেমের আবেশে।
তোমারই নামের পিপাসা,
কভু যে মেটে না আশা,
স্বর্গের অমীয় ধারা
তুমি হে মোদের ভরসা।
তোমারই প্রেমের মাধুরী
উম্মতের কান্ডারী
তোমারই নামের আলোকে
হৃদয়ে আঁধার বিদূরী।
তুমি হে চাঁদের জ্যোতি ,
নিরাশায় আশার বাতি ,
তুমি হে পারের তরণী ,
ধরণীর প্রেমের মূরতি।
তুমি হো শাহে দো আলম,
তুমি হো শানে মোয়াজ্জম,
তুমি হো মওলা মোকার্রম,
ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ।
তুমি হো ফখরে দো'আলম,
তুমি হো হোছনে অনুপম ,
আমরা সবাই পাপী নরাধম,
ছালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

(৭) প্রিয় নবীজির মে'রাজের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি লিখেনঃ

'খোদার খাস গুণাবলীতে গুনান্বিত! যে দীদার জলিল-কদর নবী হজরত মুছা লাভ করিতে পারেন নাই, বরং যাঁহার আংশিক নূর দর্শনে তূর পর্বতশৃঙ্গ ভস্মে পরিণত হইয়াছিল এবং যে দৃশ্য দেখিয়া তিনি জ্ঞান-হারা হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় বহু দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন আজ সেই আল্লার নৈকট্য হাছেল করিলেন আঁ-হজরত অক্ষত বদনে স্মিত মুখে প্রফুল্ল অন্তরে, যেমন নওশাহ্ নব সাজে সজ্জিত হইয়া দর্শক বৃন্দের মন আকর্ষণ করে। এখানে স্রষ্টাও সৃষ্টের মিলন, এখানে আশেক ও মাশুকের আলিঙ্গন কত মধুর কত তৃপ্তিকর। কে বলিতে পারে খোদা কোন উপকরণে তাহার হাবীবকে গঠন করিয়াছিলেন। কোন অচিন্ত্য শক্তিতে তাঁহাকে শক্তিমান করিয়াছিলেন। এমন নবী দুনিয়াতে আসেন নাই আর আসিবেন না, এমন বন্ধু বসুন্ধরা বুকের উপর ধারণ করে

নাই বা করিবে না। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা তাঁহার উম্মতভুক্ত, যাঁহারা তাঁহার পন্থানুসরণকারী, যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, যাঁহারা তাঁহার আশেক।' (পৃষ্ঠা - ৪৯)

**(৮) মু'মিনের নামায যে মেরাজ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ**

"যে নামাজে দরদ নাই, যে নামাজে দেল গলে না, যে নামাজে চক্ষু অশ্রুসিক্ত না হয়, যে নামাজে দেহের ভিতর তোলপাড় না করে, যে নামাজে শরীরে কুঞ্চন না আসে, যে নামাজে ঘর্ম্ম নির্গত না হয়, যে নামাজে আত্মিক বিদ্যুতের উন্মেষ না হয়, সে নামাজ শুষ্ক, তাহাতে মে'রাজ লাভ হয় না।" (পৃষ্ঠা - ৫১)

**(৯) 'তরীকতের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি বলেনঃ**

"শরীয়তের সহীত দেহের সম্পর্ক, আর তরীকতের সহিত দেলের সম্পর্ক। যাহার দেলে দরদ নাই, তাহার হৃদয় শুষ্ক পাষাণময়। ইন্দ্রিয়কে জয় না করিলে তরীকতে অগ্রসর হওয়া যায় না। তরীকতের চরম লাভ খোদা প্রাপ্তি। এ দুনিয়ায় খোদার দীদার না ঘটিতে পারে কিন্তু তাহার সাযুজ্য লাভ হয়, তন্ময়তা জন্মে, ঐশী শক্তির উপলব্ধি হয়, হাবীবের দীদার লাভ হইতে পারে।" (পৃষ্ঠা নং- ৫৩)

**(১০) বিদায় হজ্জের খোৎবা চমৎকারভাবে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন তার ভাষাগত পান্ডিত্যের নিদর্শনঃ**

হে ভ্রাতাগণ, আমার কথা মনোযোগপূর্বক শুনো, যেহেতু হয়ত পুনরায় তোমাদের মধ্যে না থাকিতে পারি।

১. প্রত্যেক মোছলমানের ধন ও প্রাণ পবিত্র জানিও। (অর্থাৎ কেহ কোনো ভ্রাতার জীবন বা মাল হরণ করিও না)

২. আল্লাহতায়ালার নজরে সকল মানুষই সমান।

৩. নারীদিগের প্রতি তোমাদের সেরূপ অধিকার আছে, যেরূপ তোমাদের প্রতি তাহাদের অধিকার আছে। যদি তোমাদের স্ত্রী তোমাদের প্রতি অনুরক্ত থাকে এবং দুষ্কৃতি হইতে বাছা থাকে, তবে তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে খাওয়াও ও পরাও। মনে রাখিও তোমাদিগের হাতে খোদা তাহাদিগকে আমানত স্বরুপ দিয়াছেন।

৪. তোমরা দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। তোমরা যেমন খাও পরো, তাহাদিগকেও সেইরুপ খাইতে ও পরিতে দাও।

৫. তোমরা মনে রাখিবে যে প্রত্যেক মোছলমান অন্য মোছলমানের ভ্রাতৃত্বস্বরুপ। তোমাদের প্রত্যেকের অধিকার সমান, তোমরা প্রত্যেকে বরাবর ও দায়িত্ব সকলেরই সমান। তোমরা মনে রাখিবে।

৬. শেরক করিও না।

৭. মিথ্যা বলিও না, চুরি করিও না।

৮. বংশের গৌরব করিও না।

৯. নেতৃ আদেশ লঙ্ঘন করিও না

১০. ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না।

১১. মনে রাখিও, একদিন তোমাদিগকে খোদার নিকট যাইতে হইবে এবং তোমাদের কৃতকার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। (পৃষ্ঠা নং - ৮০-৮১)

**(১১) বাংলা মৌলুদ শরীফ গ্রন্থে ইসলামের শিক্ষা অধ্যায়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম সম্পর্কে লিখেনঃ**

সকল সৃষ্টির মধ্যে খোদার প্রেম নিহিত। এই প্রেম বলে সকল সৃষ্ট ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ। স্রষ্টার সৃষ্ট মাত্রই ভ্রাতৃ স্বরুপ, একই পরিবারভুক্ত, সুতরাং তাহাদের মধ্যে একতা স্বাভাবিক। সৃষ্টির প্রতি যাহার ভক্তি ভালবাসা আছে, স্রষ্টার সহিত তাহার ভালবাসা অনিবার্য্য। স্রষ্টার উপর যাহার প্রেম নাই, সৃষ্টির প্রতিও তাহার প্রেম নাই। যে প্রেমিক, সে সকলকেই আপন মনে করে, সকলকেই ভালবাসে।

খোদার প্রতি প্রেম জন্মিলে মনে শান্তি জন্মে। যিনি খোদাতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত শান্তির অধিকারী হন। নির্ভরতাই শান্তির কারণ। যিনি প্রত্যেক বিষয় তাহার মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দেন তিনিই শান্তি লাভ করেন। রেজা ও তছলিম ইছলামের প্রধান শিক্ষা।

ইছলাম কেবল নীতি আওড়াইয়া ক্ষান্ত হয় না, ইছলাম নৈতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান শিক্ষা দেয়। বর্তমানকালে আমরা বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত হই, তাই মোছলেম নামের দাবীর অধিকারী নহি। মোছলেম বলিতেই নৈতিক ও ধর্ম্ম ভীরু পুরুষ বুঝায়, যাহার সংস্পর্শে আসিলে খোদার প্রতি প্রেম জন্মে, রছুলের প্রতি মহব্বত হয়, সৃষ্টের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা জাগে।

ইছলাম অতিথি সৎকার, এতিমের প্রতি দরদ, ক্লিষ্টের প্রতি খয়রাত, অভাবগ্রস্থের প্রতি জাকাত, ঋণগ্রস্তকে ঋণ হইতে মুক্তি শিক্ষা দেয় কার্য্যের দ্বারা, বক্তৃতা দ্বারা নহে। অনুষ্ঠানের দ্বারা ঈমানের পরিচয়, মুখের কথা দ্বারা বা কেবল কলেমা আবৃত্তি দ্বারা নহে। মোছলেম বলিলেই বুঝিতে হইবে ধর্ম্মপরায়ন, ন্যায়পরায়ন ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। (পৃষ্ঠা - ১০৩)

**(১২) প্রিয় নবী কেমন ছিলেন এ প্রসঙ্গে লিখেন:**

ইছলামের এই সকল বিধান আঁ-হজরত স্বীয় জীবনধারা দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যেমন, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তেমন সত্যবাদী, মিষ্টভাষী, ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীল, লোকপ্রিয়, নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর, দরিদ্রসেবক ও খোদার প্রেমিক ছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শ মানব, আদর্শ নবী, আদর্শ নেতা, আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ মোছলেম।

তাই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বনবী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। সকল শিক্ষার আকর ছিলেন তিনি, সুকার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন তিনি, খোদার খাছ আশেক ছিলেন তিনি, জনসাধারণের শুভাকাঙ্খী ছিলেন তিনি, গনতন্ত্রের প্রবর্ত্তক ছিলেন তিনি, প্রতিবেশীর বন্ধু ছিলেন তিনি, এতিমের আশ্রয় তিনি, আদর্শ গৃহী, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ দাতা ছিলেন তিনি, যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন তিনি, রাজনীতিজ্ঞ, রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন তিনি। (পৃষ্ঠা - ১০৪)

## ছুফী

**ইলমে মারেফতের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে তিনি রচনা করেন "ছুফী" নামক এক বিস্ময়কর গ্রন্থ। যা ইলমে তাসাওউফের দর্শন হিসেবে অতি উচুমানের গ্রন্থ এ গ্রন্থে আল্লাহর মারেফত লাভ করতে হলে করনীয় কি এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন**

**(১) মানবের পরিপন্থী:**

সংসার, অসৎ সঙ্গ ও নফস। পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই তিনটি শত্রুকে বশীভূত করিতে হইবে। দুনিয়ার লোভ সংবরণ করিতে হইবে, অসৎ সঙ্গ পরিবর্জন করিতে হইবে এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য হইতে মনকে রক্ষা করিতে হইবে । (পৃষ্ঠা - ১২৭)

**(২) আল্লাহর মারেফতের পথে অন্তরায় সম্পর্কে লিখেন:**

কাম-বৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ধন-লিপ্সা, রিয়া, অহংকার, হিংসা, আত্ন-গরিমা, সম্মান-লালসা, ভোজন-স্পৃহা প্রভৃতি ধর্ম পথের অন্তরায়। এই সকল অন্তরায় হইতে হৃদয়কে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাতে জেকর (আল্লাহর স্মরন) রূপ বীজ বপন করিলে আধ্যাত্মিক ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। নির্জ্জনবাসে নির্বাক অবস্থায় ক্ষুধা সহ্য করিয়া অনিদ্রায় এবাদত করিতে হইবে।

দৃষ্টিকে অধোগামী করা, কর্ণকে কু-বাক্য শ্রবন হইতে রক্ষা করা, বাক্যকে সংযত করিয়া জিহ্বাকে বশীভূত করা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও আয়ত্তাধীন করা অত্যাবশ্যক। বাহ্যেন্দ্রিয় অপেক্ষা মনকে স্ববশে আনা বড়ই কঠিন । (পৃষ্ঠা - ১৩০)

**(৩) উত্তম চরিত্রের সোপান বর্ননা করে প্রিয় নবীর হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন। যে হাদীসে বলা হয়েছে:**

"অল্প আহার কর, অল্প হাস্য কর, পরিমিত পরিচ্ছদে তৃপ্ত থাক এবং স্বীয় জিহ্বাকে সংযত কর। কখনও পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিও না। অপরের ত্রুটি অনুসন্ধান করিও না। অপরের দুঃখে সুখানুভব করিও না। রিয়ার দ্বারা নিজের কার্য্য কলুষিত করিও না। পরকালকে ভুলিয়া দুনিয়াভী কাজে ডুবিও না। নিজেকে কখনও অপর অপেক্ষা উচ্চতর মনে করিও না। কদাপি অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিও না। কাহারও বংশের গ্লানিকর, লজ্জাকর বা অসম্মানজনক কথা জিহ্বাগ্রেও আনিও না। মোট কথা, সর্ববিষয়ে তোমার নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তাহাই পছন্দ করিও এবং নিজের জন্য যাহা অপছন্দ কর, অন্যের পক্ষেও তাহা অপছন্দ করিও।" (পৃষ্ঠা - ১৩১)

**(৪) 'ছুফী' গ্রন্থে খান বাহাদুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আহার ও পানের জন্য যে নিয়ম বর্ণনা করেছেন তা সত্যই চমৎকার :**

আহার ও পানের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিবেঃ-

১. লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া হালাল রুজি খাইবে।

২. বেশী ক্ষুধা না হইলে আহার করিতে অগ্রসর হইবে না।

৩. শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু খাইবে।

৪. আহারের পূর্ব্বে ও পরে ভালরূপে মুখ প্রক্ষালন করিবে।

৫. আহারকালে দক্ষিণ জানু উঁচু করিয়া ও বাম জানু জমিতে পাতিয়া বসিবে, কোন বস্তুকে ঠেস দিবে না।

৬. যাহা জুটিবে, তাহাই সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করিবে।

৭. আহার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে।

৮. নামাজ ও আহার এক সময়ে উপস্থিত হইলে, প্রথমে আহার করিবে, পরে নামাজ পড়িবে।

৯. বিছমিল্লাহ বলিয়া আহার আরম্ভ করিবে ও আলহামদোলিল্লাহ বলিয়া শেষ করিবে।

১০. লবন দ্বারা আহার শুরু করিবে ও আহারের শেষে মিষ্ট আস্বাদন করিবে।

১১. ছোট ছোট লোকমা মুখে দিয়া উত্তমরূপে চর্ব্বন করিবে।

১২. আহারান্তে আঙ্গুলগুলি ও বর্ত্তনখানা খুব চাটিয়া খাইবে।

১৩. আহার্য বা পানীয় বস্তু গরম থাকিলে তাহাতে ফুৎকার দিবে না।

১৪. ধীরে ধীরে পান করিবে, দাঁড়াইয়া বা শয়ন করিয়া পান করিবে না।

১৫. উদর ভরিবার পূর্বেই দস্তরখান হইতে হাত উঠাইয়া লইবে।

১৬. আহারের পর খেলাল করিবে।

১৭. আহারের সময় সৎ কথা বলিবে ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধনীয় সুন্দর সুন্দর আলাপ আলোচনা করিবে। চুপে চুপে খাইবে না।

১৮. সহভোজী হইতে অধিক খাইবে না।

১৯. জ্ঞানী, পরহেজগার ও বয়োজ্যেষ্ঠ আহারে প্রবৃত্ত বা আহার হইতে নিবৃত্ত না হইলে, আহার শুরু করিবে না কিংবা দস্তরখান ত্যাগ করিবে না।

২০. সহভোজীদিগের লোকমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

২১. যাহাতে সহভোজীদিগের মনে ঘৃণা জন্মে, তাহা হইতে বিরত থাকিবে। যে সকল বস্তুর নাম করিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, আহারের সময় সেরূপ বস্তুর নাম করিবে না।

২২. আহারের সময় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে না।

২৩.আহারের সময় কেহ উপস্থিত হইলে, ঘরে যে খাদ্য থাকে তাহাই হাজের করিবে। ঋণ করিয়া অভ্যর্থনা করিবে না।

২৪.খাদ্য মধ্যে শাক-সবজি খাইবে।

২৫.গরীব ও আমীরের নিমন্ত্রন বলিয়ে কিছু তারতম্য করিবে না, গরীবের নিমন্ত্রন অবহেলা করিবে না।

২৬. মনে রাখিবে যে - "সেই ভোজ নিত্যন্ত জঘন্য যাহাতে শুধু আমীর লোক উপস্থিত হয় ও দীন দুখী স্থান পায় না।"

২৭.শ্রেষ্ঠ স্থানে বসিবার চেষ্টা করিবে না।

২৮.মেজবানের অনুমতি লইয়া বাহিরে যাইবে।

২৯.নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বিদায়কালে বাটীর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

**(৫) প্রকৃত মানুষ হওয়া ও আল্লাহর মারেফত হাসিলের জন্য যেসব গুনাবলী প্রয়োজন তা বর্ণনা করে লিখেনঃ**

**যাদের সংসর্গ পরিত্যাজ্য তারা হলোঃ-**

১. মিথ্যাবাদী

২. কৃপণ।

৩. পাপী ও ব্যভিচারী ।

৪. অহংকারী ও অভিমানী ,হিংসুক ও ঈর্ষাকারী।

**(৬) যাদের সংসর্গ গ্রহণীয় তারা হলেনঃ**

১. যে ব্যক্তি ন্যায়- পরায়ন ও সত্যবাদী।

২. যে ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এবাদতে নিমগ্ন।

৩. যে ব্যক্তি নিজ্জন অবস্থানকালে খোদাকে স্মরণ করিয়া রোদন করে ।

৪. যে ব্যক্তি কঠিন প্রলোভন সত্ত্বেও চিত্ত সংযম করিতে পারে ।

৫. যে ব্যক্তি গোপনে খয়রাত করে ।

**(৭) আহলে মারেফতের কতিপয় সদগুণ থাকা আবশ্যকীয়ঃ**

১. অল্প ভোজন,

২. সত্য কথন,

৩. প্রীতি-স্থাপন,

৪. লজ্জাশীলতা ,

৫. এবাদত,

৬. বিশ্ব প্রেম,

৭. পরোপকার,

৮. সরলতা ও সাধুতা,

৯. দয়া,

১০.সহিষ্ণুতা,

১১. কৃতজ্ঞতা ,

১২. সহৃদয়তা,

১৩. ঈর্ষা ও বিদ্বেষ শূন্যতা,

১৪. সৎসাহসিকতা ,

১৫. অসর্ত্য ও নিন্দায় অরুচি ,

১৬. আদবতমীজ,

১৭. শৈশবে শিষ্টাচার,

১৮. বিনয় ও দান

১৯. মাতা পিতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা,

২০. দিবানিদ্রা পরিহার,

২১. অল্পে তৃপ্তি ,

২২. শপথে বিরতি,

২৩. সকলের সহিত মিলেজুলে অবস্থান,

২৪. দুঃখীর দুঃখ অপনোদন,

২৫. রেজা ও তাছলীম,

২৬. নিন্দুকের কুৎসায় অচঞ্চলতা,

২৭. লোকের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দান ,

২৮. অপরের দোষ ও ত্রুটি গোপন,

২৯. ছিদ্রানুসন্ধান বা দোষারোপ হইতে নিবৃত্ত

৩০. বিনয় ও ভক্তির সহিত এবাদত । (পৃষ্ঠা - ১৪৮)

**(৮) সৌরজগত সম্পর্কে ছুফী গ্রন্থে লিখন:**

পৃথিবী এবং সপ্তগ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমন করে। কোন কোন গ্রহের উপগ্রহ আছে, উক্ত উপগ্রহগুলির স্ব স্ব গ্রহগুলির চর্তুদিকে ভ্রমন করে। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ আছে, যাহা চন্দ্র নামে খ্যাত। চন্দ্র ২৭দিন ৮ঘন্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গল গ্রহের ২টি উপগ্রহ, বৃহস্পতি গ্রহের ৯টি, শনিগ্রহের ৯টি ,ইউরেনাসের ৪টি ও নেপচুনের একটি উপগ্রহ আছে। বুধ ও শুক্র গ্রহের কোন উপগ্রহ নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিনে ৬ ঘন্টা, মঙ্গলের পৌনে দুই বৎসর, বৃহস্পতির ১২ বৎসর, শনির ২১ বৎসর, শনির ২১ বৎসর, ইউরেনাসের ৮৪ বৎসর, নেপচুনের ১৬৫ বৎসর, বুধের প্রায় ৩ মাস এবং শুক্রের ৬ মাসের কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগে। সূর্য্যের চর্তুদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমন হেতু ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পৃথিবীর স্বীয় মেরুদন্ডের চতুর্দ্দিকে কথঞ্চিৎ প্রবণতার সহিত আবর্তন হেতু দিবারাত্রির পর্যায় ঘটে। (পৃষ্ঠা - ১৭১)

**(৯) প্রেমের মূল্য যে কত অধিক তার বর্ণনা দিয়ে লিখেন :**

প্রেম: প্রেম অমুল্য বস্তু, ইহার উপমা নাই । ইহা স্বর্গীয়, ইহা কিমিয়া (স্পর্শ-মণি) স্বরুপ। প্রেম যাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার অন্তরস্থ কৃত্রিম পদার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত হয়। দুস্প্রবৃত্তি তাহা হইতে বিদায় গ্রহন করে। সে মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করে না, বরং প্রিয়তমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। প্রিয়তমও তাহাকে দেখিতে ভালোবাসেন। প্রেমিক পার্থিব বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। তাহার হৃদয়ে প্রেমময়ের স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরুক থাকে। (পৃষ্ঠা - ১৭২)

**(১০) প্রকৃত মুরীদের কি কি গুন থাকা আবশ্যক এ প্রসংঙ্গে লিখেন:**

নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি মুরীদের অবশ্য-পালনীয়:

১. ধন ও পদ -মর্য্যাদার আসক্তি হইতে বিরত।

২. পার্থিব সংস্রব হইতে মুক্তি।

৩. অল্পাহার।

৪. অল্প কথন।

৫. অল্প-নিদ্রা।

৬. নির্জ্জনতা।

৭. কু-প্রবৃত্তি দমন।

৮. জেকর।

৯. জেহাদ।

১০. রেয়াজাত।

১১. সৃষ্টি-কৌশল চিন্তা।

১২. ভক্তি ও প্রেম। (পৃষ্ঠা - ১৭৯)

**(১১) একজন প্রকৃত ছুফীর চরিত্র কেমন হবে এ প্রসঙ্গে লিখেন:**

ছুফীগণ বাহ্য বিধির বেড়া অতিক্রম করিয়া স্বীয়-দৌলত অপরের উপকার হেতু লুটাইয়া দেন এবং অল্পাহারে সন্তুষ্ট হইয়া নিদ্রাকে বশীভূত করতঃ দিবারাত্র প্রভুর স্মরণে আত্মোৎসর্গ করেন, সংসারের আসক্তিকে জয় করিয়া স্বীয় ইচ্ছা প্রভুতে সমর্পণ করতঃ নগ্ন-পদে, নগ্ন-মস্তকে দীনবেশে তাহারই দয়া ভিক্ষা করেন, তাহারই একমাত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে পূজা করেন এবং শয়নে -স্বপনে, আহারে-বিহারে তাহাতেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। প্রভু ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় চিন্তার অবসর থাকে না। ইহাই শরীয়াতের ও মা'রেফতের পার্থক্য। শরীয়তকে মা'রেফতের পরিপন্থী মনে করা কিংবা মা'রেফতকে শরীয়তের পরিপন্থী মনে করা বিরাট ভুল। উভয়ই ইছলামের বিধির অন্তর্ভুক্ত; একটি অন্তরঙ্গ, অপরটি বহিরঙ্গ। একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ন। (পৃষ্ঠা - ১৮৮)

## আউলিয়া চরিত

**হযরত খান বাহাদুর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ 'আউলিয়া চরিত' যে গ্রন্থে ওলীগনের বাস্তব জীবন বর্ণনা করে ছুফী গনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।**

**(১) খোলাফায়ে রাশেদুনের চরিত্র কেমন ছিল তার বর্ননা দিয়ে আউলিয়া চরিত গ্রন্থে লিখেন-**

রাজস্ব খলিফাদের ভোগ্য ছিল না। উহা প্রজাবর্গের জন্যই ব্যয়িত হইত। খলিফাগণ বিনা-আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেন। তাহাদিগের বাসের জন্য কোন প্রাসাদ বা বিচার আসনের জন্য সিংহাসনের বন্দোবস্ত ছিল না, তাহারা দরিদ্র দরবেশের ন্যায় বসবাস করিতেন। তাহাদের গৃহে কোন দ্বাররক্ষক ছিল না বা শকটারোহণের ব্যবস্থা ছিল না। তাহারা পদব্রজে যাতায়াত করিতেন ও সাংসরিক ব্যবহার্য্য বস্তু স্বয়ং এককী খরিদ করিয়া আনিতেন। তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকের অভিযোগাদি করিবার পূর্ণ অধিকার ছিল। তাহারা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি পাইতেন। তাহারা সারাদিন শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রিকালে এবাদতে মশগুল থাকিতেন। সাধারণ লোক হইতে ইহাই ছিল তাহাদের বৈশিষ্ট। চরিত্রে, বিনিময়ে, সৌজন্যে, স্বার্থত্যাগে, ধৈর্য্যগুনে ও ক্ষমাশীলতায় তাহারা সদ্য বিরত থাকিতেন। কোরআনের অনুশাসনই ছিল তাহাদের আদর্শ। (পৃষ্ঠা - ১৯৯)

**(২) হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী রহ:এর মূল্যবান উপদেশ উদ্ধৃত করে লিখেন:-**

**তরীকতের অজু**

পবিত্রতা দুই প্রকার - প্রকাশ্য পবিত্রতা, শরীয়ত মতে পানির দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং বাতেনী পবিত্রতা তওবা ও তালকিন দ্বারা সম্পন্ন হয়।

**তরীকতের নামাজ**

শরীয়তের নামাজ শারীরিক অঙ্গ পরিচালনা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। তরিকতের নামাজ হুজুরী দেল দ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্তঃকরনে নামাজই মূল নামাজ। হজরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন: হুজুরী দেল ব্যতীত নামাজের পূর্ণতা লাভ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের সহিত নামাজের সংমিশ্রন না হইবে, ততক্ষন পর্য্যন্ত নামাজ অ-সম্পূর্ণ থাকিবে থাকিবে এবং আল্লাহর কোরবৎ হাছেল হইবে না । হজরত (দ:) আরও ফরমাইয়াছেন, আল্লাহর সহিত আমার এইরুপ একটি সময় ও অবস্থা হয়, যে সময় ও অবস্থায় কোন নিকটবর্ত্তী ফেরেশতা কিংবা রেছালৎ প্রাপ্ত নবী তথায় সঙ্কুলন হইতে পারে না।

**তরিকতের রোজা**

শরীয়তের রোজা হইতেছে দিবাভাগে পান আহারাদি হইতে বিরত থাকা এবং তরিকতের রোজা হইতেছে রিপুগুলির আকর্ষণ হইতে সর্বদা নিবৃত্ত থাকা। শরীয়তের রোজা নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যাপী আর তরিকতের রোজা সমগ্র জীবনব্যাপী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তুর মহব্বতে মগ্ন হইলে তরিকতের রোজা বিনষ্ট হয় ।

**তরিকতের জাকাত**

আর্থিক উপার্জ্জন হইতে ব্যয় বাদে প্রত্যেক বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমান দান করাকে শরীয়তের জাকাত বলে। নিজেকে অপরের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করাকে তরিকতের জাকাত বলে।

আল্লাহ বলিয়াছেন- হে মানবগণ, যে পর্য্যন্ত তোমাদের প্রিয়বস্তু আল্লাহর পথে দান না করিবে, সে পর্যন্ত কখনই নেকী হাছেল হইবে না ।

**তরীকতের হজ্জ**

শরীয়তের হজ্জের শর্ত্ত হইতেছে এহরাম পরিধান, কাবা শরীফে তাওয়াফ, আরফাতের ময়দানে অবস্থান, মোজদালেফায় রাত্রিবাস, মিনাতে কোরবানী, হেরেম শরীফে প্রবেশ করতঃ সাতবার কাবা শরীফ প্রদক্ষিণও সাফা-মারওয়া সাতবার দৌড়ান। অন্য পক্ষে খোদার প্রতি তন্ময় থাকাকে তরিকতের হজ্জ বলে। কলবকে স্রষ্টার দর্শনের জন্য সর্বদা পরিস্কার রাখা এবং আল্লাহর সহিত তন্ময় থাকাই তরিকত। [খন্ড-২, পৃ.-২১৪]

**(৩) হজরত এমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহে আলাইহির শিক্ষা বর্ণনা করে লিখেন:**

'হজরত এমাম গাজ্জালী ছাহেবের শিক্ষা ছিল যে, আল্লাকে পাইতে হইলে কয়েকটী উপত্যকা অতিক্রম করিলে তাঁহার উচ্চ সিংহাসনে প্রবেশ লাভ করা যায়- (১) এবাদত (২) বিপদে ধৈর্য্য (৩) সম্পদে শোকরিয়া আদায় (৪) আত্মোৎসর্গ (৫) অহমিকা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুর দমন (৬) রেজা ও তছলিম এবং (৭) প্রেম।'

ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, প্রেম দ্বারা প্রেমময়ের সান্নিধ্য লাভ করা যায় এবং প্রেমিকের জন্য আবশ্যক নফছের দমন ও আত্মোৎসর্গ। সম্পদে বিপদে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল না হইলে এবং ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে তাঁহার এহছান পাওয়া দুষ্কর।' [পৃ.-২১৭]

**(৪) হজরত গরীবে নেওয়ায খাজা আজমীরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর খোদা প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করে লিখেন:**

'হজরত খাজা ছাহেব খোদার প্রেমে বিভোর থাকিতেন এবং জজবার হালতে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। প্রকৃত ছুফী ও কামেল দরবেশগণের হৃদয় সর্ব্বদা খোদার প্রেমে বিভোর থাকে। তাঁহারা পবিত্র ও হাকিকী প্রেম ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। হজরত খাজা ছাহেবের মহফেলে শ্রোতাগণ ছামা শুনিয়া খোদার প্রেমে এতই বিভোর হইতেন যে, দুই-তিনদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

হজরত বড়পীর ছাহেব স্বয়ং ছামা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু খাজা ছাহেবের ছামা শ্রবণে আপত্তি করিতেন না। একদা তিনি খাজা ছাহেবকে বলিয়াছিলেন যদিও আমি ছামার বিরোধী, তবুও আপনার ছামা শ্রবণে আপত্তি করি না, কারণ সাচ্চা প্রেমিকগণ ইহাতে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করেন। খাজা ছাহেবের প্রিয় শিষ্য খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীও ছামার বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।'[পৃ.-২২৪, ২২৫]

**(৫)মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর কতিপয় অছিয়ত উদ্ধৃত করে লিখেন-**

১। অন্তরে ও বাহিরে সকল কার্য্যে আল্লাহকে ভয় করিবে।

২। আহার, নিদ্রা, ও বাক্যালাপে যতদূর সাধ্য সংযমী হইবে।

৩। বিদ্রোহভাব ও পাপকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে।

৪। নামাজ রোজা কদাপি কাজা করিবে না।

৫। ইন্দ্রিয় লালসাকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না।

৬। মানুষের অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করিবে।

৭। তরলমতি ও বিষয়ীদিগের সংসর্গ ছাড়িয়া সাধু ও গুণীদিগের সঙ্গ অন্বেষণ করিবে।

৮। বাক্যের ভিতর তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহা সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচিত।

৯। মানুষের ভিতর তিনিই শ্রেষ্ঠ, যাঁহার দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়।

**(৬) বাদশা আকবরের মৃত্যুর পর তার সন্তান সম্রাট জাহাঙ্গীর হজরত শেখ আহমদ মোজাদ্দেদে আলফেসানী রহমাতুল্লাহে আলাইহিকে ডেকে পাঠালে তিনি যে শর্ত্ত সমূহ আরোপ করেন- তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। শর্ত্ত ঃ-**

১। সেজদায়ে তাজিমী রদ করিতে হইবে।

২। যে সকল মসজিদ বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেগুলি পুনঃ নির্ম্মিত করিতে হইবে।

৩। গরু কোরবানীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৪। কাজী এবং মুফতীদিগকে ইছলামিক আইন-কানুন প্রবর্ত্তনের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে।

৫। জিজিয়া (যুদ্ধ কর) পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৬। শরীয়তের অনুশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৭। যে সকল লোক বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর উক্ত শর্ত্তগুলি মানিয়া লইলে শেখ আহমদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে নজরানা দেন এবং খিলাত (সম্মানসূচক পোষাক) উপঢৌকন দেন। অতঃপর শেখ আহমদ জীবৎকাল পর্য্যন্ত বাদশাহের উপদেশক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

**(৭)ইসলামের চরম লক্ষ্য বর্ণনা করে লিখেন-**

"প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের যোগাযোগ সাধন ইছলামের চরম লক্ষ্য। সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের মিলন। খোদা কত করুণাময়। তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা করিয়াছেন, ভূমন্ডল ও আকাশ মন্ডলকে সৃজন করিয়াছেন- এই মানুষেরই সেবার জন্য এবং স্বয়ং স্বীয় রঙে মানুষকে রাঙাইয়াছেন, এই উদ্দেশ্য যে, পৃথিবীতে মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি (নায়েব) হইবে, ঐশী গুণে গুণান্বিত হইবে। তিনি প্রিয়তম নবীকে স্বীয় সৃষ্ট নূর দিয়া মানুষের আকারে ধরাধামে পাঠাইয়াছিলেন যেন তাঁহারই শিক্ষাবলে, তাঁহারই দৃষ্টান্তে মানুষ খোদার সহিত এই দুনিয়ার বুকে যোগ-সাধন করতঃ পরম তৃপ্তি, চরম শান্তি লাভ করিতে পারে, স্রষ্টার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে। কি বিরাট প্ল্যান, কি অচিন্ত প্রেম, কি গভীর রহস্য! কোটী কোটী সেজদা তাঁহার দরবারে, যিনি রব্বুল আ-লামীন, রহমানুর রহীম, মালেকে ইয়াওমেদ্দীন। আমীন!"

এককথায় বলা যায়, হজরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর ৭৮টি গ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। জ্ঞান জগতের এক মহাসমুদ্র। শরীয়ত, তরীকত, হাকিকত, মা'রেফত ও জাগতিক বাস্তব জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা ছাড়া এ মহাসমুদ্র থেকে মুক্তো আহরণ করা খুবই কঠিন। আল্লাহ আমাদেরকে এ মহামূল্যবান জ্ঞান ভান্ডার থেকে জাগতিক ও রূহানী ইলম অর্জন করার তাওফীক দিন। আমীন!

মূল রচনা: **ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান**

পরিমার্জন: শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

---

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছরে পদার্পন উপলক্ষে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রহ.) এঁর জীবন ও কর্ম বিষয়ক **সেমিনারে (১৮ মার্চ ২০১৭) উপস্থাপিত**।

**ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান**, অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা; যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন; খাদেমুল খোদ্দাম, দারুল ইরফান দরবার শরীফ, গাজীপুর।